بسم الله الرحمن الرحيم

যাকাত

যাকাত ইসলামের তৃতীয় রোকন। এটি কুরআন, হাদীস ও উম্মাহর সর্বসম্মতিক্রমে একটি ফরয ইবাদত। পবিত্র কুরআনে নামাযের পর সবচেয়ে বেশি আলোচিত হয়েছে এই ইবাদতের কথা। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾

অর্থ : "তোমরা নামায কায়েম করো এবং যাকাত প্রদান করো।"

[সূরা বাকারা : ১১০]

যাকাত ইসলামের অতি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত এবং অর্থসংশ্লিষ্ট এই ইবাদতটি ধনবান ব্যক্তিদের আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের একটি সুবর্ণ সুযোগ। পাশাপাশি মহান এই ইবাদতের রয়েছে আত্মিক ও সামাজিক নানাবিধ উপকারিতা।

যাকাত ঈমানের পরিচায়ক

যাকাতের অর্থ শুধু অর্থই না; বরং তা যাকাত প্রদানকারীর ঈমানের দলীল। যাকাত তার আদায়কারীর ঈমানদার হওয়ার প্রমাণ বহন করে। হাদীসে এসেছে,

(والصدقة برهان)

অর্থ : "সদকা (যাকাত) হচ্ছে প্রমাণ।"

[সহীহ মুসলিম : হাদীস নং ২২৩]

হৃদয়ের পবিত্রতা

যাকাত প্রদানের মাধ্যমে হৃদয় ও আত্মার পবিত্রতা অর্জিত হয়। যাকাত কৃপণতা ও স্বার্থপরতার অভিশাপ থেকে হৃদয়কে মুক্ত করে ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্য দান করে। দুনিয়ার মোহ থেকে বাঁচিয়ে মনকে আখেরাতমুখী করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم﴾

অর্থ : "(হে রাসূল! আপনি তাদের সম্পদ থেকে সদকা (যাকাত) গ্রহণ করে তাদের পূত-পবিত্র করুন এবং পরিশুদ্ধ করুন।" [সূরা তাওবা : ১০৩]

সম্পদের প্রবৃদ্ধি

যাকাত প্রদানের মাধ্যমে সম্পদ কমে না। বরং বিভিন্নভাবে আল্লাহ তায়ালা তা বৃদ্ধি করে বান্দার কাছে ফিরিয়ে দেন। তাই বাহ্যিকভাবে সম্পদ কমে যাচ্ছে মনে হলেও বাস্তবে যাকাত দেয়ার মাধ্যমে সম্পদ বৃদ্ধি পায়।

﴿وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وهو خير الرازقين﴾

অর্থ : "তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে, তিনি তা ফিরিয়ে দেবেন। তিনিই শ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা।" [সূরা সাবা : ৩৯]

সম্পদ আল্লাহপ্রদত্ত নেয়ামত। সম্পদের যাকাত দেয়ার মাধ্যমে নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা হয়। আর নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করলে আল্লাহ তায়ালা নেয়ামত বাড়িয়ে দেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

﴿لئن شكرتم لأزيدنكم﴾

অর্থ : "যদি তোমরা শুকরিয়া আদায় করো, তবে অবশ্যই আমি তা বাড়িয়ে দেব।" [সূরা ইবরাহিম : ৭]

সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা

সমাজে ধনী-গরিবের সম্পর্ককে শক্তিশালী করে যাকাত। দরিদ্র মুসলিমদের পাশে দাঁড়ানোর মাধ্যমে তাদের প্রতি সহমর্মিতার প্রকাশ ঘটে। এই সহমর্মিতার আচরণ ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠায় বিশেষ ভূমিকা রাখে।

যাকাত আদায় না করার ভয়াবহতা

যাকাত প্রদানের যেমন অশেষ উপকারিতা আছে; যাকাত প্রদান করা থেকে বিরত থাকলে সেখানেও রয়েছে নানারকম ক্ষতি ও শাস্তি।

জাহান্নামের শাস্তি

যে ব্যক্তি যাকাত ফরয হওয়ার পরও তা আদায় করে না, তার ব্যাপারে জাহান্নামে কঠোর শাস্তির কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

﴿والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم،
يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم،
هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون﴾

অর্থ : "আর যারা স্বর্ণ ও রূপা পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহর পথে খরচ করে না, তাদের মর্মন্তুদ শাস্তির সুসংবাদ দাও; যেদিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্বদেশ ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেওয়া হবে। এটাই তা, যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা করতে। সুতরাং, তোমরা যা জমা করেছিলে, তা আস্বাদন করো।" [সূরা তাওবাহ : ৩৪-৩৫]

আল্লাহর রহমত বন্ধ হওয়া

যাকাত এমন একটি ইবাদত, যা আসমান থেকে জমিনের প্রতি দানের ধারা অবারিত রাখে। যাকাত প্রদান থেকে মানুষ বিরত থাকলে এই দানও বন্ধ হয়ে যায়। হাদীসে এসেছে,

[ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء]

অর্থ : "যে জনপদের লোকেরা যাকাত প্রদান থেকে বিরত থাকল, তারা মূলত আসমান থেকে রহমত বর্ষণের পথ বন্ধ করে দিল।" [সুনানে ইবনে মাজাহ]

সম্পদ ধ্বংস হওয়া

যাকাত না দিলে সম্পদের ওপর বিপদ আপতিত হয়। এই বিপদ বিভিন্নভাবে আসতে পারে। প্রথমত, সম্পদের বরকত চলে যায়। এই সম্পদ তার কাজে আসে না। আবার কখনো আংশিকভাবে; কখনো সমূলে সম্পদ ধ্বংস হয়ে যায়। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

[ما خالطت الزكاة مالا قط إلا أهلكته]

অর্থ : "যাকাত সম্পদের সঙ্গে মিশলে তা ধ্বংস করে দেয়।" (এর অর্থ হচ্ছে, যাকাত ফরয হওয়া ব্যক্তি যাকাত না দিলে অথবা ধনী ব্যক্তি যাকাতের টাকা গ্রহণ করলে তার সম্পদ ধ্বংস হয়ে যায়।)

যাকাতের কিছু জরুরি মাসআলা

➢ সাধারণত স্বর্ণ-রূপা, নগদ টাকা, ব্যবসায়িক সম্পদ ইত্যাদির ওপর যাকাত ফরয হয়। তা সবসময় ব্যবহৃত হোক, মাঝে মধ্যে হোক বা একেবারেই না হোক। তা অলঙ্কার অবস্থায় থাকুক বা অন্য অবস্থায় থাকুক। স্বর্ণ-রূপার ওপর সর্বাবস্থায় যাকাত দিতে হয়।

➢ ব্যবসায়িক সম্পদ যেমনই হোক, তার ওপর যাকাত আসবে। বাড়ি-গাড়ি, জমি ইত্যাদি বিক্রির উদ্দেশ্যে ক্রয় করা হলে ব্যবসায়িক পণ্য হিসেবে এগুলোর ওপর যাকাত আসবে। অন্যথায় আসবে না।

➢ মৌলিক প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত টাকা-পয়সা যদি নেসাব পরিমাণ হয় এবং এক বছর স্থায়ী হয়, তবে তার ওপর যাকাত আসে। ব্যাংকে জমানো টাকা, ডিপোজিট ও বন্ডও নেসাবের সঙ্গে যুক্ত হবে।

➢ কারো কাছে কিছু পরিমাণ স্বর্ণ আছে এবং কিছু প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা বা ব্যবসায়িক সামগ্রী আছে, যা একত্র করলে বায়ান্ন তোলা (৬১২.৩৬ গ্রাম) রূপার সমপরিমাণ বা বেশি হয়, তবে এর যাকাত দিতে হবে।

➢ ঘর-বাড়ি বা দোকানপাট তৈরি করে ভাড়া দিলে এগুলোর ওপর যাকাত আসবে না। একইভাবে ভাড়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে অন্যান্য আসবাবপত্র কিনলে– যেমন ডেকোরেটর সামগ্রী– এর ওপর যাকাত আসবে না। তবে ভাড়া বাবদ প্রাপ্ত টাকার ওপর যাকাত আসবে।

➢ যাকাত ফরয হওয়া মোট সম্পত্তির চল্লিশ ভাগের এক ভাগ (২.৫০%) যাকাত দেওয়া ফরয। সম্পদের মূল্য নির্ধারণ করে শতকরা আড়াই টাকা হারে নগদ টাকা কিংবা ওই পরিমাণ টাকার কাপড় বা অন্য কোনো প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনে দিলেও যাকাত আদায় হবে।

➢ যাকাত গ্রহণকারীকে যাকাতের কথা উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। যাকাতের হকদারকে যাকাত দেয়ার সময় মনে মনে নিয়ত থাকলেই যথেষ্ঠ হবে।

➢ দ্বীনদার দরিদ্র লোককে যাকাত দেয়া উত্তম। দরিদ্র ব্যক্তি দ্বীনদার না হলেও তাকে যাকাত দেয়া যাবে। তবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান বা অন্য কোনো অমুসলিমকে যাকাত দিলে তা আদায় হবে না। অমুসলিমদের শুধু নফল দান করা যাবে।

➢ বাড়িতে কাজের লোকেরা যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত হলে তাদের যাকাত দেয়া যাবে। তবে যাকাতের টাকা তাদের পারিশ্রমিক হিসাবে দিলে তা আদায় হবে না।

➢ কারো প্রয়োজন পূরণের জন্য বাধ্য হয়ে নেয়া ঋণ যদি এ পরিমাণ হয়, যা বাদ দিলে তার কাছে নেসাব পরিমাণ যাকাতযোগ্য সম্পদ থাকে না, তাহলে তার ওপর যাকাত ফরয হবে না। আর ঋণ যদি হয় উন্নয়নের জন্য; যেমন– কারখানা বানানো, কিংবা ভাড়া দেওয়া বা বিক্রি করার উদ্দেশ্যে বিল্ডিং বানানো বা ব্যবসার পরিধি বাড়ানোর জন্য নেওয়া ঋণ– তবে এ ঋণ ধরা হবে না। অর্থাৎ, এ ঋণের কারণে যাকাত কম দেওয়া যাবে না।

যাকাত প্রদানের ক্ষেত্রে কিছু লক্ষণীয় বিষয়

➢ যাকাতকে অবশ্যই তার হকদারের কাছে পৌঁছাতে হবে। যাকাতের নির্দিষ্ট হকদার ছাড়া অন্য কোনো খাতে দিলে তা আদায় হবে না।

➢ প্রশান্ত মনে ও পরিশুদ্ধ নিয়তে যাকাত দিতে হবে। মনে কোনো অহংকার রেখে বা লোক দেখানোর নিয়তে দেয়া যাবে না এবং পরবর্তীতে যাকাতগ্রহীতাকে কোনো খোঁটা দেয়া যাবে না। তাহলে পুরো ইবাদতই নষ্ট হবে যাবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

﴿يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى﴾

অর্থ : "হে ঈমানদারগণ! তোমরা খোটা এবং কষ্ট দিয়ে তোমাদের দানকে নষ্ট করো না।" [সূরা বাকারা : ২৬৪]

তাছাড়া নাখোশ মনে যাকাত দেওয়া মুনাফিকের আলামত। কুরআনে মুনাফিকের চরিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে,

﴿ولا ينفقون إلا وهم كارهون﴾

অর্থ : "এবং তারা অনিচ্ছাকৃতভাবে অর্থ সাহায্য করে।" [সূরা তাওবাহ : ৫৪]

➢ একজন ব্যক্তিকে কমপক্ষে এতটুকু যাকাত দিতে হবে, যাতে তার একদিনের প্রয়োজন পূরণ হয়। আর যাকাত প্রদানের ক্ষেত্রে সবচেয়ে উত্তম হলো, একজনকে এতটুকু যাকাত দেয়া, যাতে সে স্থায়ীভাবে দারিদ্রমুক্ত জীবনযাপনের ব্যবস্থা করতে পারে।

➢ যাকাতের প্রথম হকদার গরিব আত্মীয়-স্বজন। এরপর অগ্রাধিকার পাবেন যাকাতদাতার পাড়া-প্রতিবেশি। এরপর পর্যায়ক্রমে নিজ গ্রাম বা শহরের অধিবাসীগণ। অন্য এলাকার লোকজনের প্রয়োজন অধিক হলে তাদেরও যাকাত প্রদান করা যাবে।

আপনার যাকাতের হিসাব বের করার জন্য ধারাবাহিকভাবে নিম্নোল্লেখিত সংশ্লিষ্ট ঘরগুলো যত্নের সাথে পূরণ করুন

ক. যে সব সম্পদের ওপর যাকাত ফরয

স্বর্ণ-রূপা

ক্রমিক নম্বর	সম্পদের নাম	পরিমাণ	বর্তমান বিক্রয় মূল্য	টাকা
১	**স্বর্ণ** (তা অলঙ্কার,আসবাব বা বার–যে অবস্থাতেই থাকুক, তা হিসাব করতে হবে)			
২	**রূপা** (স্বর্ণের মতো রূপাও সর্বাবস্থায় হিসাবের মধ্যে গণ্য হবে)			

টাকা-পয়সা

ক্রমিক নম্বর	সম্পদের নাম	বিবরণ	পরিমাণ
১	**নগদ টাকা**	=	
২	**কারো কাছে গচ্ছিত আমানত**	=	
৩	**অন্যের কাছে পাওনা টাকা** (যা পাওয়া নিশ্চিত বা পাওয়ার আশা রয়েছে)	=	
৪	**সিকিউরিটি মানি** (যা সম্পূর্ণ ফেরতযোগ্য; অ্যাডভান্স হিসেবে প্রদত্ত অফেরতযোগ্য অগ্রীম ভাড়া নয়)	=	
৫	**বৈদেশিক মুদ্রা**	**বর্তমান এক্সচেঞ্জ রেট**	
৬	**ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমাকৃত অর্থ** (কারেন্ট ও সেভিংস অ্যাকাউন্ট, ফিক্সড ডিপোজিট, ডিপিএস, এফডিআর ইত্যাদি যাবতীয় অ্যাকাউন্টে জমা অর্থ)	**নিজের জমাকৃত ব্যালেন্স** (অতিরিক্ত ইন্টারেস্ট পুরোটাই সদকা করা জরুরি)	
৭	**বিশেষ জমা অ্যাকাউন্ট** (হজ, বিয়ে ইত্যাদি)	**নিজের জমাকৃত ব্যালেন্স**	
৮	**স্যালারি অ্যাকাউন্ট**	**সাধারণ মাসিক খরচের অতিরিক্ত জমা থাকলে সে টাকা**	
৯	**ব্যাংক গ্যারান্টি মানি**	**নিজের জমাকৃত ব্যালেন্স** (অতিরিক্ত ইন্টারেস্ট পুরোটাই সদকা করা জরুরি)	
১০	**বীমায় জমাকৃত প্রিমিয়াম**	**নিজের জমাকৃত প্রিমিয়াম** (অতিরিক্ত পুরোটাই সদকা করা জরুরি)	
১১	**বন্ড, ট্র্যাজারি বিল, সঞ্চয়পত্র**	**ক্রয় মূল্য** (অতিরিক্ত পুরোটাই সদকা করা জরুরি)	
১২	**প্রভিডেন্ট ফান্ড** (যদি ঐচ্ছিক হয়। বাধ্যতামূলক কেটে রাখা অংশের যাকাত হস্তগত হওয়ার পর)	**নিজের জমাকৃত অর্থ**	

১৩	**কোম্পানির শেয়ার** (কোম্পানির থেকে ডিভিডেন্ট পাওয়ার উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত)	**ব্যালেন্স শিট দেখে নিজের অংশে বিদ্যমান যাকাতযোগ্য সম্পদ**	
১৪	**কোম্পানির শেয়ার** (ক্যাপিটাল গেইন তথা সেকেন্ডারি মার্কেটে ব্যবসার উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত)	**বর্তমান মার্কেট ভ্যালু**	
১৫	**সমিতিতে সঞ্চিত নগদ অর্থ**	**নিজের জমাকৃত ব্যালেন্স**	
১৬	**ব্যবসায় বিনিয়োগকৃত অর্থ**	**নিজের অংশে বিদ্যমান যাকাতযোগ্য সম্পদ**	
১৭	**বিক্রিত পণ্যের বকেয়া মূল্য** (যা পাওয়া নিশ্চিত বা পাওয়ার আশা আছে)		
১৮	**বাড়ি ভাড়া, গাড়ি ভাড়া ইত্যাদি বিবিধ উৎস থেকে অর্জিত আয়ের সঞ্চিত অর্থ**	(যদি উপরের কোনো ঘরে না গিয়ে থাকে)	

ব্যবসায়িক সম্পদ

ক্রমিক নম্বর	সম্পদের নাম	বিবরণ	পরিমাণ
১	**ব্যবসার উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত জমি, প্লট** (যা কেনাই হয়েছে বিক্রির নিয়তে)	**বর্তমান বিক্রয়মূল্য**	
২	**ব্যবসার উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত ফ্ল্যাট, বাড়ি** (যা কেনাই হয়েছে বিক্রির নিয়তে; ভাড়ায় প্রদত্ত ফ্ল্যাট বা বাড়ি নয়)	**বর্তমান বিক্রয়মূল্য**	
৩	**ব্যবসার গাড়ি** (যা কেনাই হয়েছে বিক্রির নিয়তে; ভাড়ায় চালিত গাড়ি নয়)	**বর্তমান বিক্রয়মূল্য**	
৪	**কোম্পানির বিক্রয়যোগ্য ব্যবসায়িক পণ্য**	**বর্তমান বিক্রয়মূল্য**	
৫	**সকল ব্যবসার বিক্রয়যোগ্য পণ্য**	**বর্তমান বিক্রয়মূল্য**	
৬	**ব্যবসায়িক পণ্য তৈরির মজুদ কাঁচামাল**	**বর্তমান বিক্রয়মূল্য**	
৭	**ব্যবসার জন্য ক্রয়কৃত পশু-প্রাণী** (গরু, ছাগল, মাছ, মুরগি ইত্যাদি)	**বর্তমান বিক্রয়মূল্য**	
মোট যাকাতযোগ্য সম্পদ =			

খ. যাকাতের সম্পদ থেকে বিয়োগযোগ্য ঋণ

ক্রমিক নম্বর	ঋণের ধরন	পরিমাণ
১	সাংসারিক প্রয়োজনে গৃহীত ঋণ	
২	ব্যক্তিগত পর্যায়ের সকল ঋণ	
৩	এমন ব্যবসার সকল ঋণ যার উপর নিজের ও সংসারের খরচ নির্ভরশীল	
৪	পেছনের বকেয়া বাড়ি ভাড়া, ইউটিলিটি বিল, ট্যাক্স	
৫	যাকাত-বর্ষের ভেতরের বকেয়া কর্মচারি বেতন-ভাতা	
৬	**ব্যবসায়িক লেনদেনের ঋণ** (পণ্য ক্রয় বা ভাড়া বাবদ কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যা পাবে)	
৭	ডেভেলপমেন্ট ঋণের যে অংশ যাকাতযোগ্য সম্পদ ক্রয়ের পেছনে ব্যয় হয়েছে	
৮	ইনস্টলমেন্টের ভিত্তিতে কিস্তিতে প্রদেয় মেয়াদী ঋণের যতটুকু এক বছরে পরিশোধ করতে হবে	
৯	**স্ত্রীর মোহর** (যদি তা এই যাকাত বর্ষে আদায়ের নিয়ত করে; নতুবা নয়)	
যাকাত থেকে বিয়োগযোগ্য সম্পদের পরিমাণ =		

গ. যাকাতের চূড়ান্ত হিসাব

এখানে প্রথম তালিকা অনুযায়ী আপনার মোট যাকাতযোগ্য সম্পদের পরিমাণ যা হয়েছে, তা থেকে দ্বিতীয় তালিকা অনুযায়ী বিয়োগযোগ্য মোট ঋণের পরিমাণ বিয়োগ করুন। এরপর অবশিষ্ট সম্পদের চল্লিশ ভাগের একভাগ ২.৫% যাকাত প্রদান করুন।

মোট যাকাতযোগ্য সম্পদ	
(-) যাকাত থেকে বিয়োগযোগ্য সম্পদ	
= বিয়োগফল	
বিয়োগফল × ০.০২৫	
মোট যাকাত	

মারকাযুল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ সম্পর্কে

মারকাযুল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ বাংলাদেশ সুপরিকল্পিত সিলেবাস অনুসরণ করে অনারবদের আরবি ভাষা ও সাহিত্য পাঠদান, উলুমে শরঈয়্যাহ ও ইসলামী সংস্কৃতি শিক্ষাদান কেন্দ্র। এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক শায়েখ মহিউদ্দীন ফারুকী হাফিযাহুল্লাহ। ১৪৩৪ হিজরী মোতাবেক ২০১৩ খৃস্টাব্দ রমযান মাসে আরবি ভাষা প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজনের ভেতর দিয়ে মারকাযের পথ চলা শুরু হয় এবং একাডেমিক কার্যক্রম শুরু হয় ১৪৩৮ হিজরীতে আরবি ভাষা বিভাগ খোলার মাধ্যমে।

প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই মারকাযুল লুগাহ দেশের সর্বস্তরের মাদরাসাছাত্রদের ইলমী ও আরবি ভাষার খেদমত করে আসছে এবং সাত বছরে ইলম, আমল, শিষ্টাচার ও দাওয়াহ ফিকিরসম্পন্ন অসংখ্য ছাত্র তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। যার প্রেক্ষিতে দেশের সর্বস্তরের ওলামায়ে কেরামের সুনজর ও নেক দুআ অর্জনসহ আরবি ভাষা ও সাহিত্যের ছাত্রদের কাঙ্ক্ষিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

এছাড়াও মারকাযের অধীনে রয়েছে শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিভাগ, আরবি ভাষা ও সাহিত্য গবেষণা বিভাগ, আরবি ভাষা-সাহিত্য ও দাওয়াহমূলক গ্রন্থসমূহের প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'দারুল আরাবিয়্যাহ'। এর বাইরেও মারকাযের ছাত্র ও প্রতিনিধিদের মাধ্যমে বিভিন্ন পন্থায় দেশব্যাপী পরিচালিত হচ্ছে আরবি ভাষা প্রচার কার্যক্রম।

আদ-দাওয়াহ ফাউন্ডেশন

আদ-দাওয়াহ ফাউন্ডেশন একটি শিক্ষা, সেবা ও দাওয়াহ বিষয়ক সংগঠন। এ সংগঠন প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে একাধারে দ্বীনি শিক্ষার প্রচার, সমাজসেবামূলক বিভিন্ন উদ্যোগ ও দাওয়াহ কার্যক্রম চালিয়ে আসছে।

ফাউন্ডেশনটি ২০১৮ সালে প্রতিষ্ঠা করেন শায়েখ মহিউদ্দীন ফারুকী হাফিযাহুল্লাহ। এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে নানামুখী দাওয়াহ কার্যক্রম। এর অধীনে রয়েছে শিশু ও বয়স্কদের দ্বীনি শিক্ষা প্রদানের জন্য "মদিনা একাডেমি"। এখানে মুসলিম শিশুদের দ্বীন ও জাগতিক শিক্ষার সমন্বিত সিলেবাসে পাঠদান করা হয়। পাশাপাশি সমাজের সাধারণ যুবক ও বয়স্কদের দ্বীনি শিক্ষাদানের জন্য রয়েছে সান্ধ্যকালীন ইলমী হালাকার ব্যবস্থা।

বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় আদ-দাওয়াহ ফাউন্ডেশন দুস্থ ও দুর্দশাগ্রস্তদের পাশে দাঁড়িয়েছে। বিগত কয়েকটি সর্বগ্রাসী বন্যায় কুড়িগ্রাম, কুমিল্লা, লক্ষীপুরের বানভাসীদের মাঝে ত্রাণসামগ্রী বিতরণসহ পুনর্বাসন কার্যক্রমেও অংশগ্রহণ করেছে আদ-দাওয়াহ ফাউন্ডেশন। এছাড়াও প্রান্তিক এলাকাসমূহে অসহায় শীতার্তদের মাঝে কয়েক দফা শীতবস্ত্র বিতরণ করেছে আদ-দাওয়াহ ফাউন্ডেশন। এর পাশাপাশি আগুনে পুড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন, দ্বীনহীন এলাকায় দ্বীনি শিক্ষার ব্যবস্থা ও ইমাম, মুয়াজ্জিন নিয়োগ, রাস্তা-ঘাট মেরামতসহ সমাজের কাঠামোগত উন্নয়নেও নিয়মিত স্বেচ্ছাসেবা দিয়ে আসছে আদ-দাওয়াহ ফাউন্ডেশন।